SEP 26 2002

সুনামগঞ্জে বখাটেদের হাতে স্কুল ছাত্রী লাঞ্ছিত

শিক্ষক-অভিভাবকদের যৌথ সমাবেশ থেকে কঠোর হুঁশিয়ারি এলাকা উত্তপ্ত

পঙ্কজ দে, সুনামগঞ্জ থেকে : সুনামগঞ্জের সর্বত্র সম্প্রতি বখাটেদের উৎপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। বখাটের উপদ্রবে স্কুল-কলেজগুলোতে ছাত্রী উপস্থিতির হারও কমে গেছে। সুনামগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বখাটেপনা প্রতিরোধের লক্ষ্যে শহরের সবকটি স্কুল-কলেজের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ সুধীজনদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিকে সপ্তাহখানেক আগে সদর উপজেলার পাগলা উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী বখাটেদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার পর ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিলে হামলার ঘটনায় এখনো সেখানে উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করছে।

গত ৭ সেপ্টেম্বর বিকালে পাগলা উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী স্কুল থেকে ফেরার পথে পাগলা স্ট্যান্ডের কাছে কান্দিগাঁওয়ের রইছ ড্রাইভারের ছেলে হোসাইন (১৮) ওই ছাত্রীর পথ আগলে অশ্লীল মন্তব্য করে এবং পরদিন স্কুলে আসতে বাধা দেয়। এ খবর পাগলা উচ্চবিদ্যালয়সহ বাজার এলাকায় পৌঁছলে তাৎক্ষণিকভাবে জড়ো হওয়া অর্ধশতাধিক ছাত্রের একটি প্রতিবাদ মিছিল বাজার এলাকা প্রদক্ষিণ করে কান্দিগাঁওয়ের সম্মুখে যাওয়ামাত্র সংঘবদ্ধ বখাটেরা মিছিলে হামলা করে এবং মিছিলে নেতৃত্বদানকারী কলেজ ছাত্র কেশব দে (২০) কে বেধড়ক পেটায়। গুরুতর আহত অবস্থায় কেশবকে প্রথমে কৈতক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং পরে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বখাটেদের হামলায় ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে ক্ষুব্ধ অভিভাবক ও ছাত্ররা সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক প্রায় দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে রাখে। শেষে পুলিশ ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও সন্ধ্যায় বখাটেদের হামলায় আতিক (২০) নামক আরেক কলেজ ছাত্র আহত হয়। এ পরিস্থিতিতে স্কুল কমিটি রইছ ড্রাইভারের বখাটে পুত্র হোসাইনকে দোষী সাব্যস্ত করে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং জনসমক্ষে জুতা পেটার শাস্তি দেয়। স্থানীয় এ মীমাংসা বৈঠকের পর কান্দিগাঁওয়ের কিছু লোক বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

বুধবার পাগলা বাজারে গিয়ে দেখা গেছে, বখাটেদের পক্ষে-বিপক্ষে দুটো গ্রুপের মারমুখী তৎপরতায় জনমনে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। পাগলা বাজারের একাধিক ব্যবসায়ী জানান, পরিবহন সংগঠনের নাম করে একটি চক্র পাগলায় অবৈধভাবে মিনি বাসস্ট্যান্ড গড়ে তোলায় স্কুলগামী ছাত্রীরা বখাটেদের হাতের ক্রীড়কে পরিণত হয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানান, অনেক অভিভাবক তার মেয়ে সন্তানদের স্কুলে পাঠানো আপাতত বন্ধ রেখেছেন।

পাগলা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমির উদ্দিনও এ কথার সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, এসব ঘটনার পর থেকে ২৮০ জন ছাত্রীর মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে বর্তমানে ১০ ভাগ। আগামী সপ্তাহেও যদি ছাত্রী উপস্থিতির হার ওই রকম থাকে তাহলে স্কুল পরিচালনা কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবেন বলে প্রধান শিক্ষক সাংবাদিকদের জানান।

এদিকে সুনামগঞ্জ শহরেও সাম্প্রতিককালে বখাটে তৎপরতায় ছাত্রী অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সুনামগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে শহরের তিনটি বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা কলেজ এলাকার সুধীজন ও সবকটি স্কুল কলেজের শিক্ষক প্রতিনিধিদের নিয়ে এইচএমপি উচ্চবিদ্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সুনামগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান-মমিনুল মউজদীন বলেন গত কদিনে একাধিক অভিভাবক তাকে ফোনে জানিয়েছেন, বখাটেরা তাদের মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার সময় বিরক্ত করে। বখাটেদের এই অপতৎপরতা রুখার জন্যই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে জানিয়ে পৌর চেয়ারম্যান বলেন, কবিতার শহর সুনামগঞ্জে এই ধরনের জঘন্য তৎপরতা চলতে দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, হেরোইনের বিরুদ্ধে শহরবাসী সোচ্চার হওয়ায় হেরোইন বিক্রেতারা এ শহর থেকে পালিয়েছে। বখাটেদের এই অপতৎপরতা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনসহ সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

সভায় বক্তৃতাকালে এডভোকেট স্বপন কুমার দেব জানান, সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে তার বাসা হওয়ায় তিনি গত কদিনে একাধিক বখাটেকে দেখছেন মেয়েদের উৎপাত করতে। সুনামগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রউফ তার বক্তৃতায় বলেন, কয়েকদিন আগে এক বখাটে রাস্তায় একটি মেয়েকে বিরক্ত করছে দেখে তিনি ছেলেটির গলাটিপে ধরেন। হাসাননগরের বাসিন্দা রুহুল আমীন জানান, সপ্তাহখানেক আগে দুই বখাটে যুবক একটি মেয়েকে পেছন দিক থেকে তাড়া করলে মেয়েটি দৌড়ে দেওয়ান মোসাদ্দেক রাজা চৌধুরীর বাসায় ঢুকে নিজেকে রক্ষা করে।

সভায় আরো বক্তৃতা করেন অধ্যাপক (অব.) বিশ্বেশ দত্ত, ডা. তরণীকান্ত দে, শিক্ষক ধুর্জটি কুমার বসু গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, গোলাম সরোয়ার, শিক্ষক চয়ন চৌধুরী, রানা মিয়া, প্রভাষক আবু নাসের প্রমুখ। সভায় সুনামগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তৌহিদুল [illegible]